জনতা ব্যাংকের সিএসআর (CSR) কর্মসূচীর নীতিমালা

কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (Corporate Social Responsibility) ধারণাটি নেতৃস্থানীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে তাদের নির্ধারিত এবং অনুমোদিত কর্মকান্ডের বাইরে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে চারপাশের সমাজ, মানুষ এবং পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করে গঠনমূলক ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ করে।

বিশ্বব্যাপী দ্রুত সমর্থনপুষ্ট এ আন্দোলন পরিবেশসম্মত ও সামাজিকভাবে সমতাপূর্ণ উন্নয়নকে সামনে রেখে অগ্রসর হচ্ছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিওএস সার্কুলার ০১ ও ০২ এর আলোকে জনতা ব্যাংক তার চলমান সামাজিক উদ্যোগ সমূহকে সুবিন্যস্ত করে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠী যারা প্রচলিত প্রক্রিয়ায় মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত তাদের কে প্রাধান্য দিচ্ছে।

বন্যা, সিডর, আইলা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের তাৎক্ষণিক পুনর্বাসনে সহায়তা, আর্থিকভাবে দুর্বল (নদী ভাঙ্গন,মঙ্গাপীড়িত) এলাকার মানুষের আর্থিক পুনর্বাসনে সহায়তার বিষয়টি প্রাধান্য দেয়া হবে। এছাড়া সুবিধাবঞ্চিত জনগণ ও দরিদ্র মুক্তিযোদ্ধার চিকিৎসা সহায়তা এবং তাদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য সুনির্দিষ্ট সহযোগিতা খাত ও শিক্ষাবৃত্তির প্রচলন করা হবে।

জনতা ব্যাংকের সিএসআর কর্মকান্ডের মূল লক্ষ্য :

মূল চেতনা:

প্রতিষ্ঠানের সমাজমুখি চেতনা সমৃদ্ধ করতে কর্মকান্ড গ্রহণ যাতে ব্যাংকের Branded মান উন্নীত হয় এবং সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী এ কাজে উদ্বুদ্ধ হয় ও প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধিতে সম্পৃক্ত হয়।

মুক্ত বুদ্ধির বিকাশ, কুসংস্কার, জঙ্গীবাদ দূরীকরণ ও বিজ্ঞানমনস্ক জনসম্পদ সৃষ্টিতে সহায়তা।

সহযোগিতার মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা এবং এটি অব্যাহত রাখা।

এছাড়া হুমকীর সম্মুখীন পরিবেশ সংরক্ষণে সহায়তাও হবে অন্যতম লক্ষ্য।

দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিরাজমান অসাম্য, বঞ্চনা ও দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং সুবিধাবঞ্চিত জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে গুরুত্ব বিবেচনায় সাধারণ গরীব মুক্তিযোদ্ধার সন্তানসহ দরিদ্র শ্রেণীর মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে কারিগরি শিক্ষা এবং মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক, স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তর ও উচ্চ শিক্ষা (এমফিল ও পিএইচডি) পর্যায়ে আর্থিক সহায়তা (বৃত্তি) প্রদানের পাশাপাশি সুদবিহীন ঋণ প্রদান কর্মসূচীসহ নতুন নতুন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রচলিত কার্যক্রমের পরিধি বিস্তৃত করে গরীব মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য শিক্ষা বৃত্তি অথবা আর্থিক অনুদান প্রদানসহ দেশের অনগ্রসর ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে (চর, হাওর, উপকূলবর্তী অঞ্চল) দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রমের ব্যাপকতা বৃদ্ধি।

নারীর ক্ষমতায়নে তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আত্মকর্মসংস্থানে এবং অধিকার সংরক্ষণে সহায়তা।

সার্বিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও সুশাসন নিশ্চিত করে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদারকরণ।

কর্মক্ষেত্র:

অপেক্ষাকৃত দুর্বল জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার, দরিদ্র এলাকায় পুনর্বাসন ও উন্নয়নে প্রাধান্য দেয়া । এর আওতায় দুস্থ, শারীরিকভাবে অক্ষম, সুবিধাবঞ্চিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সহায়তা প্রদান, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্বিপাকে ক্ষতিগ্রস্তদের মানবিক সহায়তা প্রদান, গরীব মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান ইত্যাদি কর্মকান্ডের মাধ্যমে সামাজিক দায়িত্ব পালন করা। এছাড়াও দারিদ্র দূরীকরণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন, শিক্ষা বিস্তার, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা সম্প্রসারণ, শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশ, ইতিহাস-ঐতিহ্য সংরক্ষণ, খেলাধূলার উন্নয়ন, পরিবেশ সুরক্ষা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশ, জনসচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি মহতী উদ্যোগে সীমিত আকারে হলেও আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।

সার্বিক প্রেক্ষাপটে দীর্ঘমেয়াদে কাংখিত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম একটি কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে বিদ্যমান নির্দেশনা ও অভিজ্ঞতার আলোকে জনতা ব্যাংকের নিম্নোক্ত সিএসআর নীতিমালা গ্রহণ করা যায় –

সিএসআর এর খাত এবং উপকারভোগী নির্বাচনে অগ্রাধিকার ঃ

জনতা ব্যাংকের সিএসআর এর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের খাতওয়ারী বিভাজনে উপকারভোগীর জীবন পরিচালনের আবশ্যিক/জরুরী খাতগুলি প্রাধান্য পাবে।

মোট বরাদ্দের মধ্য থেকে ঐ সমস্ত খাতে অনুদান প্রদানে প্রাধান্য দেয়া হবে যাতে করে সিএসআর এর মূল লক্ষ্য জনগণের কল্যাণ তথা টেকসই অর্জন ত্বরান্বিত হয়। খাত ভিত্তিক বরাদ্দ ব্যবহারে কোন খাত অব্যবহৃত থাকলে তা অগ্রাধিকার প্রাপ্ত অন্য খাতে স্থানান্তর করা যাবে।

পরিবেশসম্মত প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে মানব সম্পদ উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেয়া। বিজ্ঞানমনস্ক আধুনিক মানব সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি তথা সামাজিক স্বাস্থ্য খাতকে লক্ষ্য করে মূল কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

প্রত্যেকটি খাতের উপকারভোগী নির্বাচনে আর্থিক ও সামাজিক অবস্থান যাচাই করে উচ্চ, মধ্যম ও স্বল্প প্রয়োজনের ভিত্তিতে বিন্যস্ত করে সে অনুযায়ী অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

১. শিক্ষা ও গবেষণা ঃ

জাতীয় অগ্রযাত্রা ও মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার অপরিসীম গুরুত্বের কারণে সিএসআর এর মূল বরাদ্দ শিক্ষার উন্নয়নে ন্যস্ত থাকবে। মোট বরাদ্দের ন্যূনতম ৩০% শিক্ষা খাতে ব্যয় করা হবে।

শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দের রূপরেখা হবে নিম্নরূপ:

জনতা ব্যাংকের শিক্ষা খাতের সিএসআর এর মূল লক্ষ্য হবে বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষায় সহায়তা। বিজ্ঞানমনস্ক মুক্তবুদ্ধির জনসম্পদ সৃষ্টিকে লক্ষ্য রেখে এ কার্যক্রম পরিচালিত হবে। সমাজের অবহেলিত দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং মুক্তিযোদ্ধার সন্তান-সন্ততিকে প্রাধান্য দেয়া।

জঙ্গীবাদ প্রতিরোধ ও প্রতিকারকল্পে সিএসআর এর আওতায় জঙ্গীবাদ বিরোধী চলচ্চিত্র/বিজ্ঞাপন নির্মাণ, পুস্তক প্রকাশে এবং এ ধরণের সভা/সেমিনার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও সহায়তা করা হবে।

শিক্ষা খাতে অনুদানের ক্ষেত্রে বর্ণিত রূপরেখা অনুসরণ করা হবে।

ক. প্রতিষ্ঠান:

প্রাথমিক/মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের প্রতি প্রাধান্য, তন্মধ্যে

১. দরিদ্র এলাকার অপেক্ষাকৃত দুর্বল জনগোষ্ঠীর শিক্ষাদানে ব্যাপৃত,
২. ভাল ফলাফল প্রদর্শনকারী প্রতিষ্ঠান।
৩. স্বেচ্ছাশ্রমে পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দেয়া।

এ ধরণের প্রতিষ্ঠানের অতি জরুরী আংশিক অবকাঠামো মেরামত, আসবাবপত্র, শিক্ষাদানের উপকরণ, স্যানিটেশন সিস্টেম মজবুত করণের লক্ষ্যে অর্থ সহায়তা করা।

দরিদ্র মেধাবী ছাত্রের অনুকূলে বিশেষ কারিগরি শিক্ষার জন্য বৃত্তি, পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলে শীর্ষ স্থান পাওয়া প্রতিষ্ঠানে বিশেষ বৃত্তি, লাইব্রেরীর বই ও আসবাবপত্র প্রভৃতি খাতে অর্থায়ন।

খ. শিক্ষা কার্যক্রমে সহায়তা ঃ

i) মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ঃ

মুক্তিযোদ্ধারা দেশ ও জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। তাদের সন্তান-সন্ততির শিক্ষার পথ সুগম করতে জনতা ব্যাংক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দরিদ্র মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের লেখাপড়া ও গবেষণার জন্য আর্থিক সহায়তা দানে প্রাধান্য দেবে।

ii) অন্যান্য ঃ

দেশের দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী মেধাবী শিক্ষার্থীদের ও গবেষকদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হবে।

দেশে বিদেশে গবেষণাপত্র উপস্থাপন, বিভিন্ন সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, সম্মেলন, সমাবর্তন ইত্যাদি আয়োজন ও অংশ গ্রহণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে এবং ব্যক্তিগতভাবে আর্থিক সহায়তা দেয়া হবে।

এছাড়া বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, জনতা ব্যাংকের নিজস্ব নির্বাচনে বৃত্তির বিপরীতে অর্থ দেয়া হবে।

০২. স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ঃ

জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও চিকিৎসার বিষয়টি জনতা ব্যাংক লিমিটেড সিএসআর এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে গ্রহণ করবে। দুঃস্থ, অসহায়, দরিদ্র জনগণের জন্য বর্তমানে প্রাথমিক চিকিৎসা গ্রহণও অনেকটা ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে। বিগত বছরগুলিতে ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, কিডনী রোগ, ক্যান্সার, লিভার সিরোসিস প্রভৃতি ব্যাধির ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

এছাড়া বিভিন্ন দুর্ঘটনায় আহত হয়ে অঙ্গহানী ঘটা বা পঙ্গু হওয়া, শিশুদের থ্যালাসেমিয়া, ব্লাড ক্যান্সার, অটিজম এবং বয়স্কদের সিজোফ্রেনিয়া রোগও আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে।

জনতা ব্যাংক উপরোক্ত দুরারোগ্য, ব্যয়বহুল ও মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী রোগের চিকিৎসা সহযোগীতায় প্রাধান্য দেবে। একটি সুস্থ ও শক্তিশালী জাতি গঠনে অবদান রাখার ক্ষেত্রে জনতা ব্যাংক লিমিটেড এককভাবে এবং বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য সেবা, চিকিৎসায় সহায়তা করবে।

স্বাস্থ্য সেবা ও চিকিৎসায় জনতা ব্যাংক নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে অনুদান/ আর্থিক সহায়তা প্রদানে প্রাধান্য দেবে ঃ

ক. প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে অবকাঠামো উন্নয়ন ঃ

স্বাস্থ্য সেবা ও চিকিৎসা প্রদানে কর্মরত সরকারী-বেসরকারী চিকিৎসালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কার। এছাড়া এসব প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে চিকিৎসা সরঞ্জাম ক্রয়ে সহায়তা।

Community Based চিকিৎসা, রোগ প্রতিরোধ সচেতনতা কর্মসূচীতে সহায়তা।

স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে অলাভজনকভাবে পরিচালিত বা এ উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে এবং বিভিন্ন প্রাণঘাতি রোগের প্রতিরোধ মূলক কর্মসূচীতে অর্থ সহায়তা/আসবাবপত্র/যন্ত্রপাতি ক্রয়ে সহায়তা দেয়া।

খ. এককভাবে এবং অন্য সংগঠনের সঙ্গে যৌথভাবে চিকিৎসা সেবায় সহায়তা ঃ

i) মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ঃ

চিকিৎসার ক্ষেত্রে অসুস্থ, রোগাক্রান্ত দরিদ্র মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অগ্রাধিকার দেয়া ।

ii) অন্যান্য ঃ

দেশের দরিদ্র ও অসহায় জনগণের আবেদনক্রমে তাদের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা দেয়া হবে। এছাড়া ব্যাংকের নিজস্ব উদ্যোগে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যারা অসুস্থ কিন্তু নিজেদের দারিদ্রের কথা ব্যক্ত করতে কুণ্ঠিত তাদের খুঁজে বের করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে চিকিৎসা বাবদ অর্থ সরাসরি চিকিৎসা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে দেয়া।

গুরুতর অসুখের ক্ষেত্রে অনুদান অপেক্ষাকৃত বেশী হতে পারে। তবে বিষয়টি ব্যাংকের Chief Medical Officer (CMO) কর্তৃক যাচাই করা।

জনতা ব্যাংকের অস্বচ্ছল কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং তাদের স্ত্রী, পুত্র/কন্যাদের জটিল, ব্যয়বহুল চিকিৎসার ক্ষেত্রে সহায়তা দেয়া।

৩. দারিদ্র বিমোচন ও পুনর্বাসন ঃ

জনতা ব্যাংক দারিদ্র বিমোচন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ব্যক্তি পর্যায়ে এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও সংগঠনের মাধ্যমে আর্থিক অনুদান/নগদ সহায়তা প্রদান করবে। দারিদ্র বিমোচন ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র হবে ঃ

i) মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ঃ

দারিদ্র বিমোচন ও পুনর্বাসনকল্পে আর্থিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে বাস্তুভিটাহীন, অসহায়, দুঃস্থ, দরিদ্র, ভূমিহীন মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারকে অগ্রাধিকার দেয়া ।

ii) অন্যান্য ঃ

প্রতিবন্ধী, দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে সরাসরি এবং বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (NGO)/ সংগঠনের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।

দারিদ্র বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সেলাই মেশিন, রিকসা/ভ্যান, নৌকা ক্রয় এবং ফেরী/ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনায় পুঁজির সংস্থানে গুরুত্ব দেয়া।

৪. প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা ঃ

প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষতঃ বন্যা, ঝড়ঝঞ্ঝা, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, নদী ভাঙ্গন, তীব্র শীত, অগ্নিকান্ড, প্রভৃতি কারণে দুস্থ মানুষের পাশে ব্যাংক এ কর্মসূচীর মাধ্যমে সহায়তার হাত বাড়াবে। খাদ্য, ঔষধপত্র, গৃহ সংস্কারের উপকরণ, শীতবস্ত্র এগুলির মাধ্যমে ত্রাণ সংক্রান্ত সিএসআর কর্মসূচী বাস্তবায়ন করবে।

এ কর্মসূচীর আওতায় সরকারের মাধ্যমে, এনজিওদের সাথে যৌথভাবে এবং ব্যাংকের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় আর্থিক সহায়তা ও প্রয়োজনীয় সাহায্য/উপকরণ সরবরাহ করা।

৫. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দরিদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষীদের মধ্যে দরিদ্রের ঋণমুক্তির প্রচেষ্টা ঃ

প্রাকৃতিক কারণে ক্ষতিগ্রস্ত যেমন সিডর, আইলা ও উত্তরাঞ্চলের মঙ্গাপীড়িত কৃষকদেরকে সুদমুক্ত ঋণের আওতায় পুনর্বাসনের চেষ্টা করা হবে। এক্ষেত্রে সুদ ও অন্যান্য রেয়াতী খরচ CSR থেকে সমন্বয় করা হবে। এ প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য মহাজন ও NGO এর চড়া সুদের হাত থেকে এ সমস্ত জনগোষ্ঠীকে বের করে এনে ক্রমান্বয়ে স্বাবলম্বী করে তোলা যাতে তাঁরা এক পর্যায়ে ঋণ গ্রহণ না করে অথবা এক পর্যায়ে স্বল্প সুদে ঋণ গ্রহণের সক্ষমতা অর্জন করে তাঁদের উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে পারেন।

অনুরূপভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চামড়াজাত দ্রব্য উৎপাদনকারীকে সংগঠিত করে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে অপেক্ষাকৃত আধুনিক প্রক্রিয়ায় উৎপাদন চালানোর জন্য ঋণ কর্মসূচীর বিপরীতে CSR থেকে সহায়তা করা।

এ ধরণের অন্যকোন আত্মকর্মসংস্থান সহায়ক উৎপাদন প্রক্রিয়াতেও ব্যাংক সুদমুক্ত ঋণ কর্মসূচী পরিচালনায় CSR থেকে সহযোগিতা করা।

৬. ইতিহাস-ঐতিহ্য সংরক্ষণ, শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশ ও খেলাধুলার প্রসার ঃ

মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে জন্ম নেয়া এ দেশের গৌরবগাঁথা মহান স্বাধীনতা সংগ্রামকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। আমাদের শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে কাজে লাগালে তা হবে আরও সৃজনশীল, প্রেরণাদায়ক।

এ জন্য অসাম্প্রদায়িক, শোষণমুক্ত, বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে ক্রিয়াশীল এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশে জনতা ব্যাংক লিমিটেড সিএসআর থেকে পৃষ্ঠপোষকতা করা।

প্রাচীন ইতিহাস তৎসঙ্গে আমাদের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও ব্যাংক আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনসহ খেলাধুলার প্রসারে গৃহীত কর্মসূচী বাস্তবায়নে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া।

এছাড়া জাতি গঠনে সহায়ক কর্মসূচী হিসাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিশেষত: শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন এবং জাতীয় উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী সফল করার জন্যও ব্যাংকের সহায়তা অব্যাহত থাকবে।

সর্বোপরি বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনার আলোকে সিএসআর হিসাবে জঙ্গীবাদ বিরোধী চলচ্চিত্র/বিজ্ঞাপন নির্মাণ ও পুস্তক প্রকাশে উৎসাহিত করা হবে।

৭. পরিবেশ সংরক্ষণ ঃ

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন তথা পরিবেশ দূষণ বর্তমানে একটি মারাত্মক সমস্যা। মানব সভ্যতার অস্তিত্ব তথা টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং এ জন্য জনমত গড়ে তোলা জরুরী। পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য কোন পরিবেশবাদী সংস্থা, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত পরিবেশ বান্ধব কর্মসূচী বাস্তবায়নে ব্যাংক সহায়তা করবে। এছাড়া বৃক্ষরোপণ, সামাজিক বনায়ন, সবুজ বেষ্টনী, স্যানিটেশন, সুপেয় পানীয় জলের সংস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করা।

গ্রীন ব্যাংকিং কে প্রাধান্য দেয়া হবে। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কাজে অপব্যয় রোধ, কাগজের পরিবর্তে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার, প্রধান কার্যালয় সহ প্রত্যেক শাখায় সবুজের প্রতি প্রাধান্য, সোলার এ্যানার্জী ইত্যাদিকে প্রাধান্য দেয়া।

ব্যাংকের বিদ্যমান কৃষি ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণ বিতরণের সময় বিনামূল্যে অন্তত ১টি করে বনজ, ফলজ, ঔষধি গাছের অপ্রচলিত অথচ লাভজনক চারা যেমন- পামঅয়েল গাছ,কমলা,বাউকুল, স্ট্রবেরী ফলের চারা কৃষকদেরকে প্রদান করা হবে এবং এগুলির ব্যয় সিএসআর ফান্ড থেকে নির্বাহ করা।

রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার হ্রাসকল্পে জৈবসার ব্যবহার ও বিকল্প পদ্ধতিতে উৎসাহ, রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার হ্রাসে অন্যান্য কৌশলে যেমন-আলোর ফাঁদ ব্যবহার, বশিটানা, বিষটোপ ব্যবহার প্রক্রিয়ায় বালাই দমন প্রক্রিয়ার বাস্তবায়নে সহায়তা।

পরিবেশ নষ্ট হয় এমন কোন উদ্যোগে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায়তা পরিহার করা।

ব্যাংকের ঋণ কর্মসূচীতেও পরিবেশবান্ধব Clause অন্তর্ভুক্ত করা। পরিবেশ রক্ষায় বিশেষ অবদানের জন্য জনতা ব্যাংক কর্তৃক বার্ষিক ভিত্তিতে "পরিবেশ বন্ধু" পুরস্কার প্রচলন করা।

৮. তথ্য প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ঃ

প্রযুক্তি নির্ভর দক্ষ আধুনিক জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্যাংক তার সিএসআর খাতের উল্লেখযোগ্য অংশ বরাদ্দ করবে।

তথ্য প্রযুক্তির অন্যতম উপকরণ কম্পিউটার। সরকার ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারী-বেসরকারী অলাভজনক প্রতিষ্ঠান/সংগঠন এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে কম্পিউটার সরবরাহ করা হবে। কম্পিউটার এর পূর্ণাঙ্গ সুবিধা পেতে এর সাথে একটি প্রিন্টার ও UPS দেয়া।

৯. উদ্ভাবনী প্রচেষ্টা ঃ

উপরে বর্ণিত খাত ছাড়াও অন্য কোন উদ্ভাবনী প্রচেষ্টা যা জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে তার সুনির্দিষ্ট রূপরেখা উপস্থাপিত হলে সেখানে সহযোগিতা করা।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, পরিবেশ বান্ধব খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, কারিগরি ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় চিন্তা-ভাবনা উৎসাহিত করা।

১০.০০. বরাদ্দ ও খাত নির্বাচন:

কর্মসূচী সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে বছরের শুরুতেই মোট বরাদ্দ নির্দিষ্ট করে তার খাতওয়ারী প্রাক্কলন করা।

১০.০১. আবেদন ও বাছাই প্রক্রিয়া:

এ কর্মসূচীর আওতায় সহায়তাপ্রার্থী সরাসরি বা সংশ্লিষ্ট এলাকার ব্যাংক অফিসের মাধ্যমে আবেদনপত্র প্রেরণ করবেন।

আবেদনে সহায়তা প্রার্থীর বর্ণিত বিষয় (কি ধরণের সমস্যা, কি ধরণের পরিকল্পনা ইত্যাদি) সম্পর্কে প্রয়োজনে সরেজমিনে অনুসন্ধান করা হতে পারে। যাচাই এর ক্ষেত্রে আবেদনকারীর আর্থিক অবস্থা, শারীরিক অবস্থা, প্রতিষ্ঠানের অবস্থা, উদ্যোগটি সম্পর্কে জনমত ইত্যাদি বিষয় প্রাধান্য পাবে।

গুরুতর অসুস্থতার ক্ষেত্রে ব্যাংকের Chief Medical Officer (CMO) দ্বারা উপস্থাপিত কাগজপত্র যাচাই করা হবে। এ ক্ষেত্রে আবেদনে বর্ণিত অসুবিধা/রোগ সর্ম্পকে সমর্থক জরুরী কাগজপত্র সংযুক্ত থাকতে হবে।

আবেদনকারীর ১ টি ছবি, সম্ভব হলে ইউনিয়ন/পৌরসভার সদস্য দ্বারা সাম্প্রতিক নাগরিকত্ব সনদ/ ভোটার আই.ডি থাকতে হবে।

অনুদানের পরিমাণ স্বল্প হলে উপরের অনুসন্ধান কাজ ছাড়াই উপস্থাপিত কাগজপত্রের যথাযথ যাচাই বাছাই করে অনুদান দেয়া হবে।

মঞ্জুরী ক্ষমতা:

প্রাপ্ত আবেদনপত্র প্রয়োজনীয় যাচাই বাছাই, অনুসন্ধানের পর পর্ষদ সভায় উপস্থাপন করা হবে। পর্ষদ কর্তৃক প্রস্তাবের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে মঞ্জুরী বিষয়ে এবং তার পরিমাণ সর্ম্পকে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

ভবিষ্যতে আবেদনের সংখ্যা খুব বেশী হলে একটি নির্দিষ্ট অংক পর্যন্ত অনুদান মঞ্জুরীর ক্ষমতা CEO & MD এর উপর ন্যস্ত করা যেতে পারে।

সাধারন নীতিমালা:

ক. অনুদানের অর্থ যতদূর সম্ভব A/c Payee Demand Draft/Pay Order এর মাধ্যমে প্রদান করা।

খ. যে সমস্ত ক্ষেত্রে অনুদান প্রাপকের কোন ব্যাংক এ্যাকাউন্ট বিদ্যমান নেই তাদেরকে ১০/- টাকার বিশেষ এ্যাকাউন্ট এর মাধ্যমে অনুদান প্রদান করা।

গ. অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব পুনরাবৃত্তি পরিহার করা।

ঘ. দেশের সকল অঞ্চল কর্মসূচীর জন্য উন্মুক্ত থাকবে। তবে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, অনগ্রসর ও প্রাকৃতিক দূর্যোগপ্রবণ এলাকায় প্রাধান্য দেয়া।

ঙ. অনুদানের অর্থে সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি ক্রয়ে PPR অনুসরনের ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি ও বিলম্বের সম্ভাবনা থাকলে তা পরিহার করা যাবে। তবে শতভাগ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।

চ. কোন মধ্যস্বত্বভোগী কোন ভাবে সম্পৃক্ত না হতে পারে তজ্জন্য সর্বাত্মক সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কোন পর্যায়ে ব্যাংক কর্মকর্তা/কর্মচারীর এ ধরনের সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলে শৃংখলামূলক বিধানের আওতায় ব্যবস্থা নেয়া।

সিএসআর ডেস্ক:

সহায়তা প্রার্থীর সহজ যোগাযোগ, তথ্য প্রাপ্তি এবং কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়নের স্বার্থে কর্মসূচী বাস্তবায়নকারী ডিপার্টমেন্টে একটি সিএসআর ডেস্ক প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং এখানে সুনির্দিষ্ট দায়িত্বসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ন্যস্ত করা হবে। উক্ত ডেস্ক থেকে অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনাসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের DOS সার্কুলার নং ১৬ তারিখ ২০.১২.২০১০ ইং মোতাবেক তথ্য সরবরাহ করা হবে।

তথ্য সংরক্ষণ:

প্রত্যেক মাসের শেষে সিএসআর এর খাত ও উপকার ভোগীর প্রকৃতি অনুযায়ী বিবরণী প্রস্তুত করা। প্রতি মাসে ন্যূনপক্ষে ১ (এক) বার পরিচালনা পর্ষদের নিকট সার্বিক তথ্য উপস্থাপন করা। তথ্য সমন্বয় এর জন্য ১৭ টি খাত এবং ১১ ধরনের উপকার ভোগীর উল্লেখ করে প্রণীত ছক অনুসরণ করা হবে।

ব্যাংকের সিএসআর বিবরণী পর্যালোচনা করে অনুদানপ্রাপ্ত ব্যক্তি/উদ্যোগকে প্রদত্ত অনুদানের অর্থের ব্যবহার সম্পর্কে প্রয়োজনে ফলোআপ/অগ্রগতি তথ্য নেয়া।

পরিচালনা পর্ষদে উপস্থাপন ছাড়াও ব্যাংকের সিএসআর কর্মকান্ডের সার্বিক তথ্য নিয়মিতভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের DOS সার্কুলার নং ০৫ ও DOS সার্কুলার নং ০৭ তারিখ যথাক্রমে ০১.১২.২০১১ ও ২৪.০৮.২০১০ ইং অনুসরণ করা হবে।

এছাড়া সিএসআর সংক্রান্ত অনুদানের প্রেক্ষিতে সরকারী সংস্থা বা মিডিয়াকে পরিশিষ্ট 'গ' অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করা যাবে।

ফাউন্ডেশন গঠন:

সিএসআর কার্যক্রমকে আরও ব্যাপকতর করার লক্ষ্যে জনতা ব্যাংক ফাউন্ডেশন গঠন করা হবে। যার আওতায় ভবিষ্যতে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, মাদকাসক্ত ও মানসিক রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানে পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন ও বৃদ্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হবে।

কর্মসূচীর মূল্যায়ন, সংশোধন, সংযোজন:

সিএসআর কর্মসূচীর সার্বিক পর্যালোচনা, বাস্তবায়ন অগ্রগতি, বাস্তবায়নে সমস্যা/ সমাধান ইত্যাদি পর্যবেক্ষণের আলোকে অন্তর্বর্তীকালে সার্বিক সিএসআর নীতিমালায় সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন করা যাবে। কর্মসূচীর যথাযথ মূল্যায়নের স্বার্থে অন্য কোন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মূল্যায়ন সংস্থার সহায়তা নেয়া যেতে পারে।

প্রকাশনা:

জনতা ব্যাংকের সিএসআর কার্যক্রমকে জনগণ এবং ব্যাংকের কর্মকর্তা কর্মচারীগণের মধ্যে পরিচিত করতে প্রতি বছর এর উপর ভিত্তি করে ১টি গ্রন্থ বের করা হবে। এতে ব্যাংকের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি ছাড়াও ব্যাংকের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ যৌথ সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে তাদের প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত হবেন, নিজেকে এর সাথে সম্পৃক্ত মনে করে অধিকতর সামাজিক বোধে উজ্জীবিত হবেন।